The Daily Star

CITY

4 | WEDNESDAY AUGUST 19, 2015

Surjer Hashi Outdoor Pharmacy begins its journey

CITY DESK

The first outlet of Surjer Hashi (Smiling Sun) Outdoor Pharmacy, under the USAID-DFID funded NGO Health Service Delivery Project (NHSDP), was inaugurated in Daulatpur of Khulna city on August 12.

Chief of USAID-DFID NHSDP Dr Halida Akhter and Ashfaq Rahman, managing director of Social Marketing Company, inaugurated the pharmacy.

The pharmacy belongs to the NGO PKS and is managed by the Smiling Sun clinic network which have been providing primary healthcare to the community in their government-allocated catchment areas with a special focus on serving the poor at a subsidised cost.

শিল্প বাণিজ্য

বুধবার। ১৯ আগস্ট ২০১৫। ৪ ভাদ্র ১৪২২

সূর্যের হাসি আউটডোর ফার্মেসির যাত্রা শুরু

বাণিজ্য ডেস্ক ▷

সূর্যের হাসি আউটডোর ফার্মেসির প্রথম আউটলেটের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়েছে। গত ১২ আগস্ট খুলনা শহরের দৌলতপুরে ফার্মেসিটি যৌথভাবে উদ্বোধন করেন ইউএসএআইডি-ডিএফআইডির এনএইচএসডিপি পার্টি প্রধান ড. হালিদা আখতার এবং সোশ্যাল মার্কেটিং কম্পানির (এসএমসি) এমডি আশফাক রহমান। সূর্যের হাসি ফার্মেসি ইউএসএআইডি-ডিএফআইডির অর্থায়নে পরিচালিত এনজিও হেলথ সার্ভিস ডেলিভারি প্রজেক্টের (এনএইচএসডিপি) একটি উদ্যোগ।

২৫টি এনজিও সূর্যের হাসি ক্লিনিক নেটওয়ার্ক পরিচালনা করে এবং সরকার নির্ধারিত এলাকায় বসবাসরত জনগণ, বিশেষ করে দরিদ্র মানুষের জন্য অতি কম মূল্যে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করে। টেকসই উন্নয়ন এবং দরিদ্র মানুষের জন্য মানসম্পন্ন সেবা প্রদানের জন্য এই এনজিও এবং ক্লিনিকগুলোর প্রয়োজন নিজস্ব আর্থিক জোগান, যা সেবাদানের ক্রমবর্ধমান ব্যয় বহনসহ দরিদ্র জনসাধারণের জন্য বিনা মূল্যে ও স্বল্পমূল্যে সেবা সরবরাহে সহায়ক হবে। সূর্যের হাসি ফার্মেসির নেটওয়ার্ক লাভজনক এনটিটি হিসেবে কাজ করবে। ক্লিনিকের মাধ্যমে পরিচালিত এই ফার্মেসিগুলো থেকে যে লাভ হবে তা দিয়ে অতি কম মূল্যে দরিদ্রদের সেবা দেওয়া হবে।

»

খুলনা শহরের দৌলতপুরে সূর্যের হাসি ফার্মেসি যৌথভাবে উদ্বোধন করেন ইউএসএআইডি-ডিএফআইডির এনএইচএসডিপি পার্টি প্রধান ড. হালিদা আখতার এবং সোশ্যাল মার্কেটিং কম্পানির (এসএমসি) এমডি আশফাক রহমান

প্রথম আলো

রকমারি | ১৭

বুধবার, ১৯ আগস্ট ২০১৫

সূর্যের হাসি ফার্মেসির যাত্রা শুরু

সূর্যের হাসি আউটডোর ফার্মেসির প্রথম আউটলেট সম্প্রতি খুলনার দৌলতপুরে উদ্বোধন করা হয়েছে। এটি যৌথভাবে উদ্বোধন করেন ইউএসএআইডি-ডিএফআইডির এনজিও হেলথ সার্ভিস ডেলিভারি প্রজেক্ট (এনএইচএসডিপি) প্রধান হালিদা হানুম আখতার এবং সোশ্যাল মার্কেটিং কোম্পানির (এসএমসি) ব্যবস্থাপনা পরিচালক আশফাক রহমান। ২৫টি এনজিও সূর্যের হাসি ক্লিনিক নেটওয়ার্ক পরিচালনা করে এবং সরকার নির্ধারিত এলাকায় বসবাসরত জনগণ, বিশেষ করে দরিদ্রদের জন্য কম মূল্যে স্বাস্থ্যসেবা দিয়ে থাকে। সূর্যের হাসি ফার্মেসির নেটওয়ার্ক লাভজনক এনটিটি হিসেবে কাজ করবে। বিজ্ঞপ্তি।

সমকাল
বুধবার
১৯ আগস্ট ২০১৫ ৪ ভাদ্র ১৪২২

সূর্যের হাসি আউটডোর ফার্মেসির যাত্রা শুরু

সূর্যের হাসি আউটডোর ফার্মেসির প্রথম আউটলেটে আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয় ১২ আগস্ট খুলনা শহরের দৌলতপুরে। ফার্মেসিটি যৌথভাবে উদ্বোধন করেন ইউএসএআইডি-ডিএফআইডির এনএইচএসডিপি পার্টিপ্রধান ড. হালিদা আখতার এবং সোশ্যাল মার্কেটিং কোম্পানির (এসএমসি) ব্যবস্থাপনা পরিচালক আশফাক রহমান। সূর্যের হাসি ফার্মেসি ইউএসএআইডি-ডিএফআইডির অর্থায়নে পরিচালিত এনজিও হেলথ সার্ভিস ডেলিভারি প্রজেক্টের (এনএইচএসডিপি) একটি উদ্যোগ। ২৫টি এনজিও সূর্যের হাসি ক্লিনিক নেটওয়ার্ক পরিচালনা করে এবং সরকার নির্ধারিত এলাকায় বসবাসরত জনগণ, বিশেষ করে দরিদ্র মানুষের জন্য অতি কম মূল্যে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করে থাকে। টেকসই উন্নয়ন এবং দরিদ্র মানুষের জন্য মানসম্পন্ন সেবা প্রদানের জন্য এ এনজিও এবং ক্লিনিকগুলোর প্রয়োজন নিজস্ব আর্থিক জোগান, যা সেবাদানের ক্রমবর্ধমান ব্যয়বহনসহ দরিদ্র জনসাধারণের জন্য বিনামূল্যে ও স্বল্পমূল্যে সেবা সরবরাহে সহায়ক হবে।

সূর্যের হাসি ফার্মেসির নেটওয়ার্ক লাভজনক এনটিটি হিসেবে কাজ করবে। সূর্যের হাসি ক্লিনিকগুলো দ্বারা পরিচালিত এই ফার্মেসিগুলো থেকে যে লাভ হবে তা দিয়ে অতি কম মূল্যে দরিদ্রদের সেবা দেওয়া হবে। ফার্মেসির আউটলেটগুলোতে ক্রেতারা আন্তরিক পরিবেশে ও সুলভ মূল্যে ওষুধ এবং সেবা পাবে। ওষুধের মূল্য ও সেবার মান সব সূর্যের হাসি ফার্মেসিতে একই রকম থাকবে। কিছু কিছু ফার্মেসিতে নারী কর্মী নিয়োগ দেওয়া হবে, যাতে তরুণ-তরুণী এবং বিশেষ করে নারীরা স্বাচ্ছন্দ্যে সেবা নিতে পারেন। এই কর্মসূচির আওতায় আগামী ৩ বছরে সারাদেশে ১০০টিরও বেশি ফার্মেসি গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে। প্রতিটি আউটলেটে একটি নির্দিষ্ট ডিজাইন এবং নীতিমালা অনুসরণ করা হবে।

সম্প্রতি উদ্বোধন হওয়া ফার্মেসিটি পিকেএস এনজিওর অধীন। অনুষ্ঠানে পিকেএস এনজিওর প্রকল্প পরিচালক ফরিদা তুন নাহার আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, এই ফার্মেসি শুধু আয় বৃদ্ধি করতে সাহায্য করবে না, দরিদ্র জনগণের জন্য প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবার দ্বার উন্মুক্ত করবে। পিকেএসের আওতায় এই ফার্মেসি বয়ঃসন্ধিকালের কিশোর-কিশোরী, তরুণ-তরুণী, নারীসহ সব বয়স ও শ্রেণীর মানুষের জন্য সেবা প্রদান করবে এবং এর মাধ্যমে ভবিষ্যতে পিকেএস টেকসই ও মানসম্পন্নভাবে সেবা বৃদ্ধির সুযোগ পাবে।